আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এআইবিএ) সাভার

অফিস আদেশ

অঃ আঃ নং প্রশাসন/১০/০৯/৪৮৩ তারিখঃ ২৫/০৩/২০২৪

ছুটি

১। আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এআইবিএ) সাভার ইস্টার সানডে উপলক্ষে আগামী ৩১ মার্চ ২০২৪ (রবিবার) তারিখ বন্ধ থাকবে।

২। **ইস্টার সানডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি**। ইংরেজিতে উৎসবটিকে "ইস্টার সানডে" (Easter Sunday) নামে ডাকা হয় (জার্মান উৎস থেকে আগত, জার্মান ভাষায় এর নাম "অস্টার")। চার সাধুর লেখা জীবনী ("গসপেল" নামে যা পরিচিত) থেকে আমরা যীশুর জীবনের বিবরণ জানতে পারি। সেই মতে, যীশু জন্ম গ্রহন করেন কুমারী মেরীর গর্ভে, যদিও সামাজিকভাবে তিনি ছিলেন কাঠমিস্ত্রী জোসেফের বাগদত্তা। তার জন্মের সুসংবাদ ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) এসে মেরীকে দিয়ে যান। জুদাহ প্রদেশের জেরুজালেমের পুব দিকে বেথেলহেমের গোয়ালে হয় যীশুর জন্ম, আর রাখালেরা হয় তার সাক্ষী। পূর্বদেশ থেকে তিন জ্ঞানী তাঁর জন্য উপহার নিয়ে আসেন যীশুকে দেখতে। মাতৃভাষা আরামায়িক অনুযায়ী যীশুর আসল নাম ছিল **ইয়েশুয়া** যার আরবি রূপ **ঈসা (আঃ)**। তিনি বড় হতে লাগলেন কাঠমিস্ত্রীর কাজ করে করে। তিরিশ বছর বয়সে তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করলেন। অনুসারীরা তাকে ইশ্বরপুত্র বলে মেনে নিতে লাগল। উল্লেখ্য, খ্রিস্ট ধর্ম মতে পিতা, পুত্র আর পবিত্র আত্মা এই তিন রূপে ঈশ্বর প্রকাশিত হন। এই তিনে মিলে একজন। এর মাঝে স্বর্গীয় পিতা বলতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বোঝায় আর পুত্র **যীশু** হলেন মানবরূপে ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ। বাইবেল মতে সকল ধার্মিকই ঈশ্বরপুত্র; কিন্তু যীশুর বেলায় এই বাগধারা আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বাস করা হয়। যীশু তাঁর শিষ্যদের জানালেন, তারই এক শিষ্য অর্থের বিনিময়ে তাকে ধরিয়ে দেবে ইহুদী চক্রান্তে পাঠানো রোমান বাহিনীর কাছে। উল্লেখ্য, তখন ইজরায়েল ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে এবং ঐ এলাকার স্থানীয় শাসক ছিলেন রাজা হেরোদ। রোমান সম্রাট টাইরেরিয়াসের প্রেরিত শাসক পন্টিয়াস পাইলেট ইহুদীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বাহিনী পাঠান এবং তাঁরা যীশুকে ধরে নিয়ে আসে। জুডাস ইস্কারিয়ট নামের এক শিষ্য ৩০টি রুপোর মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। পন্টিয়াস যদিও বুঝতে পারছিলেন যীশু এমন কিছু করেননি যে তাকে ইহুদীদের চাওয়া মাফিক কুরুশে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে, তাঁরপরেও জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারলেন না তিনি। এই নিস্পাপ লোকের রক্ত ইহুদীদের উপরেই পড়বে, এমন কথা বলে তিনি যীশুকে দন্ড দিলেন। শুক্রবার যীশুকে কুরুশে চড়ানো হলো এবং দুপুরের পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে। এই কষ্টকে বলা হয় "প্যাশন অফ ক্রাইস্ট"। তাকে শায়িত করা হয় এক গোপন শিষ্য জোসেফ অফ আরামাথিয়ার কবরে। গুহার ভেতর লাশ। তার লাশ তেল আর সুগন্ধিতে মাখিয়ে গুহাতে শায়িত রাখা হয় এবং গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। রবিবার দিন গিয়ে দেখা গেল কবরের মুখ খোলা, পাথর সরানো, যীশুর লাশ নেই, কাফন আলাদা করে পাশে রাখা। যীশু জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি অনেক শিষ্যের সাথে দেখা করলেন, সকলকে আদেশ দিলেন অনেক কিছুই। সকলকে ধর্মপ্রচার করতে বললেন। এরপর স্বর্গে আরোহণ করলেন। তবে রবিবার দিন যীশু পূনরুত্থিত হওয়ায় এই 'রবিবার' খ্রিস্টানদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ন। একেই **ইস্টার সানডে** বলে। এদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে বন্ধ রাখার পাশাপাশি অফিস-আদালতে ছুটি হিসাবে বিবেচনা গণ্য হয়।

মোঃ জসিম উদ্দিন
মেজর (অবঃ)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পক্ষে মহাপরিচালক

বিতরণঃ

ওয়েবসাইট
নোটিশ বোর্ড
হোয়াটসএ্যাপ গ্রুপ